

নতুন অভিযানে **ম্যামটেরিঞ্চ**



গল্প
গোসিনি

ছবি
ইউদেরজো

ম্যামটেরিঞ্চ ও বিক্রম পেট্রা

ম্যামটেরিঞ্চের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিযান

চূড়ি আঁকার জন্য প্রয়োজন হয়েছে ১৪ লিটার চিলে কালি,
৩০ টি স্টিল, ৬২ টি আঁকার পেনসিল, একটি মোটা
মিন্ডওয়াল পেনসিল, ২৭ টি বরার। ৩৮ কিলো কাগজ,
১৬ টি টাইমসহাইটের ফিড, ২ টি টাইমসহাইটের
এবং ৬৭ লিটার পানীয়

নতুন অভিযানে অ্যাসটেরিক্স

অ্যাসটেরিক্স ও
কিও পেট্রা

গল্প : গোসিনি

ছবি : ইউদেরজো



www.banglatorrents.com

@300
AAR

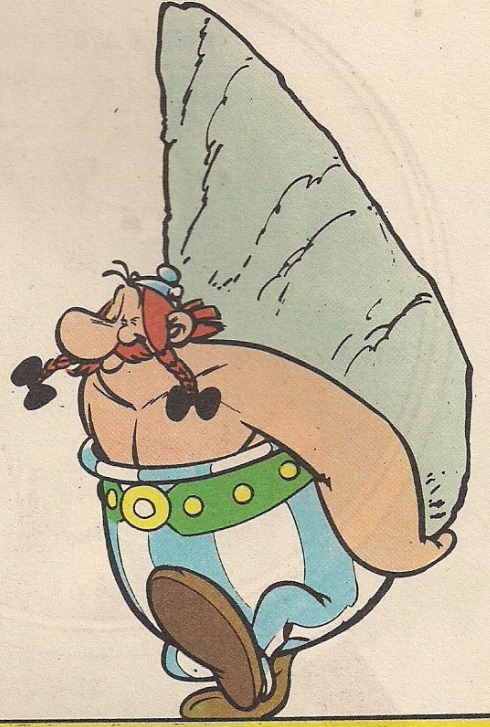


খ্রিস্টের জন্মের ৫০ বছর আগে। সমস্ত গল দেশ রোমের অধীনে...ঠিক সবটা নয়, এক ছোট্ট গ্রাম এখনও অদম্য। সেই গ্রামের বীর বাসিন্দারা এখনও ঠেকিয়ে রেখেছে বিদেশি আক্রমণকারীদের। গ্রামের কাছাকাছি চারটি রোমান সেনাশিবির: পেতিবোনাম, বাবাওরাম, অ্যাকোয়েরিয়াম ও লোডানাম। শিবির চারটিতে যে রোমান সেনারা বাস করে, তাদের জীবন খুব একটা শান্তিপূর্ণ নয়...

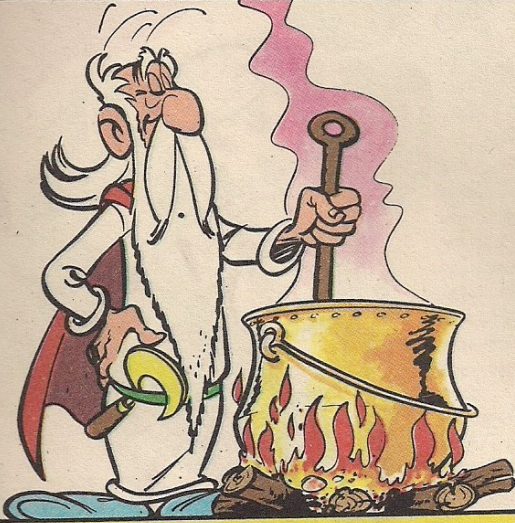


গলের কয়েকজন অধিবাসী

অ্যাসটেরিক্স, এই রোমাঞ্চকর গল্পগুলির নায়ক। এই ছোটখাটো যোদ্ধার যেমন বুদ্ধি, তেমনই সাহস। বিপজ্জনক সব কাজের দায়িত্বই ওকে নির্দিষ্ট দেওয়া যায়। অ্যাসটেরিক্সের আছে অতিমানবিক শক্তি, যার উৎস পুরোহিত এটাসেটামিক্সের জাদু-পানীয়ের পাত্র...



ওবেলিক্স, অ্যাসটেরিক্সের প্রাণের বন্ধু। 'মেনহির' নামে এক ধরনের স্মারকশিলা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া এর পেশা, বুনো স্ত্রীর 'রোস্ট' খাওয়া এর নেশা। যে কোনও সময় সব কাজ ফেলে ওবেলিক্স বেরোতে পারে বন্ধুর সঙ্গে নতুন অভিযানে, শুধু চাই বুনো স্ত্রীর রোস্ট ও শক্রকে উত্তমমধ্যম দেওয়ার সুযোগ...



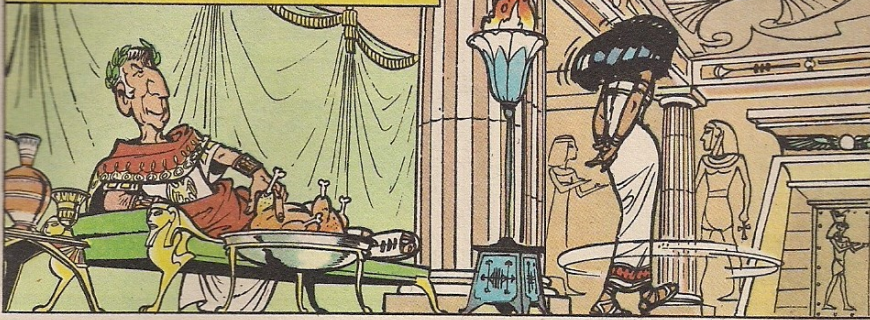
এটাসেটামিক্স। গ্রামের খুব মান্য পুরোহিত। গাছগাছড়া থেকে তৈরি করেন নানারকম পানীয়। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে তাঁর নিজস্ব এক জাদু-শরবত। গলায় ঢাললে শরীরে আসে অতিমানবিক শক্তি। এ ছাড়াও এটাসেটামিক্স জানেন নানা রকম গোপন কৌশল...



কলরবিক্স। চারণকবি। এঁর সঙ্গীতপ্রতিভা সম্বন্ধে নানাজনের নানা মত। এঁর নিজের বিশ্বাস, ইনি অসামান্য প্রতিভাবান। অন্যেরা ভাবে ঠিক উলটো। অবশ্য গান টান না গাইলে, কিংবা মুখ না খুললে এঁর মত বন্ধু কমই আছে...

এবং বিশালাকৃতিজ্ঞ। গ্রামের মহামান্য প্রধান। রাজসিক, সাহসী, রগ চটা ও অভিজ্ঞ যোদ্ধা। প্রজারা যেমন শ্রদ্ধা করে, শক্ররা তেমনই ভয় করে। এঁর একটাই ভয়, আগামীকাল মাথায় না আকাশ ভেঙে পড়ে...তবে নিজেই আবার বলেন, 'আগামীকাল কখনও আসে না।'

ঘটনার শুরু মিশরের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়ায়। রানি ক্লিওপেট্রার প্রাসাদে। সেই রানি ক্লিওপেট্রা, যাঁর নাক একটু চাপা হলে দুনিয়ার চেহারা ই বদলে যেত বলে মনে করা হয়...



ওহে সিজার! আমাদের বদনাম করার সাহস তোমার হয় কী করে?



ব্যাপারটা যুক্তি দিয়ে বোঝো মহারানি। তোমার প্রজারা অবনতির শেষ সীমায়। রোমের অধীনে ক্রীতদাসের মতো বাঁচা ছাড়া উপায় নেই!



ভুলো না সিজার, আমার প্রজারা ই পিরামিড নির্মাণ করেছে। মন্দির, ওবেলিস্ক-সবই...

ওসব বস্তাপটা ব্যাপার। নিল নদের বন্যার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া তোমরা ইদানীং আর কিছু পারো না...



চোপ!



ঝনত!

আমি তোমাকে দেখাব। সিজার, তিন মাসের মধ্যে এই এখানে আমি তোমার জন্য এক বিলাসবহুল প্রাসাদ তৈরি করিয়ে দেব!



বেশ! যদি তা পারো, আমি স্বীকার করে নেব, যা বলেছি সব ভুল, মিশরের মানুষ আজও মহান!



...কিন্তু তুমি পারবে না!



মিষ্টি মেয়ে, কিন্তু একটুতেই চটে যায়...



তবে নাকটা ওর দারুণ উচু!



www.banglatorrents.com

@5@ AAR



কিছুক্ষণ পর...

৩

৩



বিজ্ঞপ্তি : পাঠকদের সুবিধের জন্য আমরা কথাবার্তা ডাব করে দিচ্ছি...

অটালিস, তোমাকে ডেকেছি, কেন না তুমি এদেশের সেরা স্থপতি।



ও*

*ঠোঁটের নড়াচড়ার সঙ্গে কথা মিলছে না, কারণ সেই সময় ডাবিং বিশেষ উন্নত হয়নি।



তোমার তৈরি বাড়িগুলো নড়বড়ে। যখন-তখন ভেঙে পড়ে! সবই শুনতে পাই...

সে তো আধুনিক মালমশলার জন্য। আর আমার ইচ্ছে পিরামিড বানাব...



চোপ! ভাল চাও তো তিন মাসের মধ্যে এই আলেকজান্দ্রিয়ায় জুলিয়াস সিজারের জন্য একটা প্রাসাদ গড়ে দাও!



তিন মাস?

পারলে সোনা দিয়ে ঢেকে দেব, না পারলে কুমিরের মুখে ছুড়ে ফেলব। যাও!



মাত্র তিন মাস... কোনও জাদুকরই শুধু তা পারবে...



বেঁচে গেছি! আমি এক জাদুকরকে চিনি!

চটাস



দূরে, গলের এক ছোট্ট গ্রামে...

তিন ছয়*! এ তো ম্যাজিক!

ম্যাজিকই বটে!

খুত! রোমানদের খেলা খেলে কী যে আনন্দ পাও!

*জৈতর চাল



অদমা গলদের শান্তি
শিগগিরিই বিপ্লিত হবে...

ছোট্ট কুতুয়াকে আমি
মেনহির বইতে শেখাব

পাগলের কাণ্ড !
এখন এসো দেখি,
খাওয়াদাওয়া সারি।



...এক আগস্তকের
পদশব্দে।

এটাসেটামিক্স
কোথায় থাকেন ?

ওই গাছের
ওপর
দেখুন...



এটাসেটামিক্স !

আহা
কী আনন্দ !

?!



কতদিন পরে দেখা !

ইনি আলেকজান্দ্রিয়ার লোক



এই হল অটালিস, আমার আলেকজান্দ্রার
বন্ধু। ভ্রমণের সময় এর সঙ্গে
আমার আলাপ হয়...

তোমার সাহায্য চাই,
এটাসেটামিক্স।



তিনমাসের মধ্যে জুলিয়াস
সিজারের জন্য প্রাসাদ তৈরি
করে দিতে হবে, নইলে
মারা পড়ব।



তোমার জাদুশক্তির
সাহায্য না পেলে কুমিরের
পেটে আমার
মৃত্যু নিশ্চিত ! (কান্না)

কুমিরের মাংস কি
খাওয়া যায় ?

শশ !



কেনো না বন্ধু ! আমি ভাবছিলাম
কয়েকটা পাণ্ডুলিপি নিয়ে কাজ করবার
জন্য আলেকজান্দ্রিয়ায় যাব। সূতরাং...



...এই সুযোগ ছাড়ব না।
তোমার সঙ্গে মিশরে যাব।

আমরাও !

সত্যি তো ?

www.banglatorrents.com
@s@
AAR



আমি সঙ্গে নৌকো এনেছি, সমুদ্রতীরে নোঙর করা আছে।

কিছু জিনিস গুছিয়ে নিই, তার পরেই আমরা রওনা হব।



আয় গোঁয়ারতুমি, মিশরে যাই!

ওকেও নিয়ে যাচ্ছে না কি?



নিলে ক্ষতিটা কী শুনি?

ও এখনও ছোট, এত দীর্ঘ যাত্রা সহ্য হবে না—ক্ষতি এই, বুদুরাম!



তার ওপর, মিশর হল বেড়ালের দেশ, পেঁটলাপটলি বাঁধে। ওকে নিয়ে যাওয়া চলবে না।

চলবে না! বললেই হল! সবসময় ছুকুম! আমি যেন মানুষই নই!



একটু পরে...

তোমরা নিল নদের দেশে গলের প্রতিনিধি। আমাদের সম্মান রক্ষা করো আর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে না পড়ে!

ধন্যবাদ ও বিদায়, দলপতি বিশালকৃষ্ণ!

আই!



আই

আঁ!



না, না, গান নয়। মুখ বন্ধ রাখো।



কিন্তু আমি গাইতে চাইনি... বলছিলাম, ও আমার পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।



পরে...

ভে!

?



আমি ভে করেছি। কথা বলতে দিচ্ছ না, তাই ভে করছি।

থাক মাথামোটা। কুতুরাকে এবার বোলা থেকে বের করো।

ওই আমার বজরা!





দিশারী কী
বলছে ?



বলছে, জলদস্যু
এদিকেই আসছে ।

সত্যি ? আবার বলো ?!



ওই আসছে ! ই-য়ো-হো !
ই-য়ো-হো !



অ্যাঁ ! এ কী দেখছি !
এ সত্যি হতে পারে না !
সেই দুই গল ! পানাও !



পালাতে পারব না ।
সর্দার ! ওরা খুব
তাড়াতাড়ি এগোচ্ছে ।



জাহাজ ভেঙে দাও । এখনি ! তাতে
অন্তত পিটুনি খেতে হবে না ।



পরে...

যেখানে বাঘের ভয়,
সেখানেই সন্ধে হয় ।
এই তো ব্যাপার ।

ফের কথা কইলে
জলে ফেলে দেব !!!



বিশ্বাসঘাতক ! বদ ! আর
তোদের সঙ্গে খেলব না !!!

অবিশ্বাস্য ! তোমাদের
দেখে সোজা নিজেদের
জাহাজ ভুবিয়ে দিল !

ওই জলদস্যুদের
সঙ্গে আমাদের
অনেক দিনের পরিচয় কিনা ।



দীর্ঘ যাত্রার শেষে...

ওই আলোটা কীসের,
অট্রালিস ভাই ?

ওটা ফারোজের
বাতিঘরের আলো ।
জাহাজকে পথ দেখায় ।



কাল আমরা
আলেকজান্দ্রিয়ায়
পৌঁছব ।

বাতিঘর ? এদের
মাথায় গুণ্ডগোল !

এ যে বিশ্বের
এক মহাবিশ্বয়,
ওবেলিক্স !

পরদিন ভোরে...



ডাঙায় পৌঁছেই
তোমাদের মহারানি ক্লিপেট্রার
দর্শন করাব।

মহারানি তখন নিজের প্রাসাদে তাঁর
পছন্দের প্রাতরাশ করছেন—
ভিনিগারে গলানো মুক্তো দিয়ে

মুক্তো তোলার
চিমটেটা গেল
কোথায় ?



নাও, পরীক্ষক,
বিষটিস আছে কি না
দ্যাখো !

হ্যাঁ,
মহারানি

ওইটুকু ভিনিগারে
চারটে মুক্তো !



অ্যাঃ ! কী
বিচ্ছিরি খেতে !



অট্টালিস একবার
হাজির হতে চায়,
মহারানি !

আসুক।



হে মহারানি !
এরা আমার গলদেশীয়
বন্ধু—এক জাদুকার ও দুই
সাহসী যোদ্ধা। আমাকে
সাহায্য করতে এসেছে...

গোঁয়াতুমিস্ক্র !

গরররররর



বেশ, বেশ, জলদি কাজ শুরু করে
দাও। সময় কিন্তু কমে আসছে।
কাজটা করতে পারলে ভাল, না হলে
মরতে হবে, বুঝলে ?



এদিকে, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী
ভেজালোদিস হিংসায়
জ্বলেপুড়ে মরছে কারণ
আমি তোমাকে এই
প্রাসাদ তৈরির ভার
দিয়েছি। ও তোমার
কাজ পণ্ড করতে চাইবে।



মহারানি বদমেজাজি
বটে, তবে খুব
সুন্দরী।

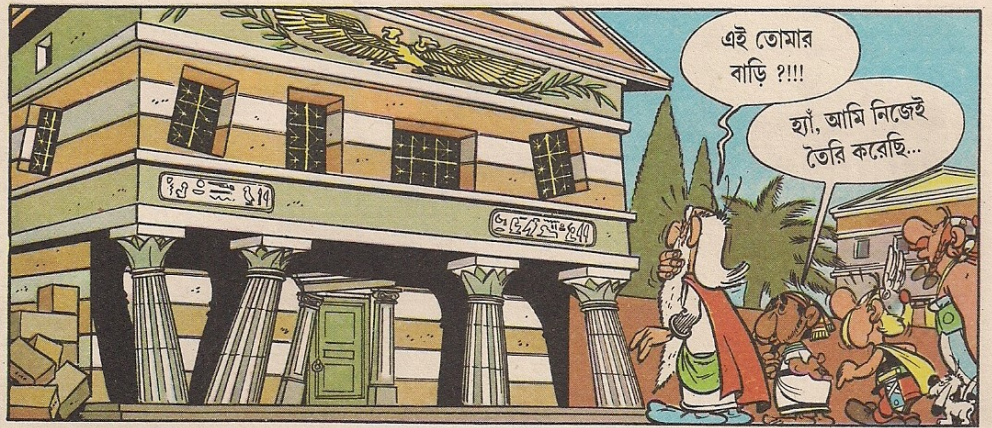
অসাধারণ !



www.banglatorents.com



আমার বাড়িতে
চলো...



এই তোমার
বাড়ি ?!!!

হ্যাঁ, আমি নিজেই
তৈরি করেছি...



দরজাটা একটু
কোনাচে। হিসেবে ভুল
করে ফেলেছিলাম।

দাঁড়াও, খুলে
দিচ্ছি...



না! না!

কড়াত!



রাগ করো না।
এতেই বেশি সুবিধে হবে...



সিঁড়িটা সাবধানে।

মনে হচ্ছে, তোমার
সতিই সাহায্য
দরকার, অট্টালিস।



এই কাজের ঘর। এই হল
অক্ষরিস, আমার সেক্রেটারি। ও তোমাদের
ভাষায় কথা বলতে পারে। তা ছাড়া
লাতিন, গ্রিক, কেলটিক-সবই জানে...



কাজটা কেমন,
অক্ষরিস?

ভাল, আরামেই
আছি...



সেক্রেটারির কাজ
কোথায় শিখলে?

ডাকযোগে। খুব
নামকরা এক সংস্থা
থেকে...



ওরা বলত, যে আঁকতে
পারে, সে লিখতেও পারে।

